দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 22 NOV 1992
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

শিক্ষার সামাজিক ভিত্তি সামাজিক ভিত্তির শিক্ষা

ডঃ মোহাম্মদ আজহার আলী

শিক্ষা একটি চির চলমান ব্যবস্থা। দেশ, জাতি ও সমাজের ঘটনা স্রোতের সঙ্গে এর যোগাযোগ অব্যাহত। কোন দেশে কোন কালে শিক্ষা স্থানবৎ নেই। সমস্যার সংঘর্ষ ও সমাধানের ভিত্তিতেই শিক্ষা নবরূপ লাভ করে। সভ্যতার ক্রমগতিতে বিবর্তনশীল জগতে জীবনের সবগতিই চলমান এবং নিত্যনতুন পরিবেশে জীবজগতের উন্নতি ক্রমবর্ধমান। আধুনিক যুগে বিজ্ঞানের বিচিত্র আবিষ্ক্রিয়া মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি ও জীবনের মান বদলিয়ে দিয়েছে। মানুষ নতুন পথে নতুন আলোকে নবতর সভ্যতায় দীক্ষা গ্রহণ করছে। এর মূলে রয়েছে মানুষের নিত্যনতুন শিক্ষা ও নব নব আকাঙ্ক্ষা। আধুনিক শিক্ষাধারা অভিজ্ঞতাভিত্তিক। যারা স্কুল-কলেজে পড়েনি, তারা কি সভ্যতার স্বাদ বা বিস্বাদ থেকে বঞ্চিত? তারাও তা সমভাবেই ভোগ করছে। তারাও তাদের কর্মধারা সমভাবেই বর্তমান সমাজ জীবনের সঙ্গে জড়িত। শিক্ষা, সমসাময়িক এসব ঘটনা থেকে বিচ্ছিন্ন কল্পনা বা ভুয়ো আদর্শ নয়। [illegible] সমাজও মানব জীবনে[illegible] দর্শনকে বিশেষভাবে রূপায়িত করছে। মানুষের অভিজ্ঞতা লাভের সবচেয়ে [illegible]রযোগ্য স্থান হচ্ছে সমাজ। তার এই অভিজ্ঞতার ধারক ও [illegible]ক [illegible] শিক্ষা। তাই শিক্ষাকে সমাজ [illegible]র্জিত অবস্থায় কল্পনা করা বাতুলতা। সমাজ দেহের পরিপুষ্টি শিক্ষাকে চলমান রাখে, রাখে উন্নতির দ্বার অর্গলমুক্ত।

শিক্ষার একটা প্রধান লক্ষ্য সুন্দর সামাজিক জীবন যাপন, সমাজের আদর্শ অনুযায়ী জীবন গঠন। সামাজিক পরিবেশে শিক্ষার্থী বর্ধিত হয় আর পরিবেশের প্রভাব তার জীবনে হয় প্রতিফলিত। আবার সামাজিক পরিবেশের প্রভাব স্কুল জীবনে প্রতিবিম্বিত। স্কুল যদি সমাজ জীবনের মূর্ত প্রতীক রূপে কাজ করতে সমর্থ না হয়, স্কুলের সঙ্গে সমাজ, জীবনের যোগসূত্র যদি এক পর্যায়ে স্থাপিত না হয়, সমাজ আর স্কুলের নীতি যদি দু'মুখী হয় তবে শিক্ষার্থীর জীবনে তার অনভিপ্রেত প্রতিক্রিয়া অনিবার্য। শিক্ষার্থীর জীবন সেখানে সুষ্ঠুভাবে গড়ে ওঠার সম্ভাবনা কম। তাই আজ আমাদের কর্তব্য বাড়ি, স্কুল আর সমাজ- এ তিনের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সমন্বয় সাধন। এজন্যই শিক্ষা ও সমাজের মাঝে গভীর যোগসূত্র স্থাপন অপরিহার্য। আমাদের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী সমাজের সমসাময়িক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে রচিত হবে। সমাজ ও জাতীয় আদর্শে শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে হলে শিক্ষণীয় বিষয়সমূহে তার সমাবেশ ব্যতীত কোনমতেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না।

শিক্ষা ও সমাজ জীবনের মাঝে গভীর যোগসূত্র স্থাপনের মূল কথা হচ্ছে- সমাজ জীবনকে কেন্দ্র করে বাস্তবতার সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন ও পরিচালন। স্কুল সমাজের বাইরের কোন প্রতিষ্ঠান নয়। স্কুলই একটা সমাজ। বাইরের বৃহত্তর সমাজের ক্ষুদ্রতর সংস্করণ বা প্রতিচ্ছবি। স্কুলের ভেতর এমন একটা আবহাওয়া সৃষ্টি করতে হবে- যেন তার ভেতর জন্ম নেয় একটা নতুন সমাজ। সমাজ প্রতিনিয়ত এগিয়ে চলেছে সামনের দিকে। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং আচার পদ্ধতি ও আদর্শগত পরিবর্তন সেখানে চলছেই। এসব পরিবর্তন শিক্ষা ও সংস্কারের ভেতর দিয়েই আসছে। যারা আনছে তারা সমাজেরই মানুষ। সমাজের মাঝেই তাদের শিক্ষা এবং শিক্ষার আলোকে জীবনমান উন্নয়নের প্রয়াস। সমাজও বিচিত্র কার্যকলাপের মধ্য দিয়েই আত্মপ্রকাশ করে। সমাজই মানুষের অন্তর্নিহিত বৈচিত্র ও বৈশিষ্ট্যের লালন কেন্দ্র ও বিকাশভূমি। তাই শিক্ষাকে সমাজীকরণ- সমাজভিত্তিক করার কথাটা বিশেষভাবে বিবেচ্য।

সমাজ জীবন বিচ্ছিন্ন শিক্ষা প্রাণহীন, অসংলগ্ন ও অবাস্তব শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যক্তির অভিজ্ঞতাকে সমাজের সঞ্চিত অভিজ্ঞতার সঙ্গে সংযুক্তকরণ ও পারস্পরিক সমন্বয় সাধন। শিক্ষা বর্তমান জীবন ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং সমাজ জীবনের সঙ্গে তার যোগাযোগ অবিচ্ছেদ্য। তাই শিক্ষা হবে সমাজভিত্তিক।

সমাজ জীবনের সঙ্গে শিক্ষার্থীর জীবন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। শিক্ষার্থী বাড়িতে ও পারিপার্শ্বিক সমাজে যা দেখবে, শিখবে, স্কুল তা পরিপুষ্টিতে সাহায্য করবে। আর স্কুলে যে শিক্ষা ও আদর্শ শিক্ষার্থীর সামনে উপস্থাপিত হবে, বাড়ি ও সমাজ তার পরিপুষ্টিতে সাহায্য করবে এবং এসবের সমন্বয়েই শিক্ষার্থীর জীবন গড়ে ওঠবে। তাই শিক্ষার সঙ্গে সমাজ জীবনের সংযোগ অপরিহার্য এবং পাঠ্য বিষয়কোষ ও সমাজ জীবনের মাপকাঠিতে চাহিদার অনুপাতে ও আদর্শের ভিত্তিতে নিরূপিত হবে। পাঠ্য বিষয়কোষ বাস্তবতার ভেতর দিয়ে কার্যকরী না হলে, শিশুর অভিজ্ঞতা ও সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে সংযোজিত না হলে, শিক্ষা সুন্দর ও সার্থক হতে পারেন না। তাই শিক্ষার সামাজিক রূপায়ণ প্রয়োজন।

বাড়ি সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ। আর বাড়ি শিক্ষার প্রথম স্কুল, আদি কেন্দ্র। মা-বাবা, ভাই-বোন, এরাই শিক্ষার্থীর প্রথম শিক্ষক। চারদিকের প্রকৃতি, পশু-পাখি, ফুল-ফল, ঘরের আসবাবপত্র, খেলার উপকরণ সবই তার পঠনীয় বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত। বাড়ির পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, মা-বাবা, আত্মীয়-স্বজনের কথাবার্তা, ব্যবহার, ভাই-বোনদের সম্প্রীতি, ভালবাসা সবই শিক্ষার্থীর সামনে সংঘটিত হচ্ছে। শিক্ষার্থী নিজেই তাতে প্রত্যক্ষ অংশীদার। তখনও তার কথা ফোটেনি, কিন্তু সে সবই দেখছে, অনুভব করছে। তখন থেকেই তার শিক্ষা শুরু। তার খাওয়া-পরা, মলমূত্র ত্যাগ, ঘুমান সবই নিয়ম-নিষ্ঠার সাথে প্রতিপালিত হচ্ছে। ক্রমবর্ধমান জীবনের প্রতিপদেই সে শিখছে, নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করছে। বাড়ির পরিবেশ আস্তে আস্তে তার স্বভাবে মজ্জাগত হয়ে যাচ্ছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আসার আগে পাঁচটি বছর এমনিভাবে শিক্ষার্থীর কেটে যায় বাড়িতে। এ সময়টা তার জীবনের প্রস্তুতিমূলক অধ্যায়। উন্নত দেশসমূহে ডে-কেয়ার স্কুল, নার্সারী, কিন্ডারগার্টেন প্রভৃতি বিদ্যালয়ের মাধ্যমে শিশু-জীবনের ভিত্তি সুন্দর, মহান ও সুষ্ঠু করার প্রচেষ্টায় সকলেই যত্নবান। প্রতিটি শিশুকে তারা নতুন দৃষ্টিতে দেখতে শুরু করে। শিশুই দেশ ও জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ। শিশুর স্বাস্থ্য, শিশুর মন- এ দুয়ের ওপর নির্ভর করছে শিশুর একক জীবন নয়, ভবিষ্যৎ সমাজ ও জাতির জীবন। শিশু বয়সে শিক্ষার্থীর দৈহিক পরিপুষ্টি, সামাজিক মেলামেশা ও আবেগিক বিকাশ স্বতঃস্ফূর্ত, সাবলীল ও আনন্দমধুর হওয়া একান্তই বাঞ্ছনীয়। শিশু-বিদ্যালয়গুলোর অন্যতম লক্ষ্য- শিশুর স্বাভাবিক বর্ধনে সাহায্যকরণ। লেখাপড়ার ধরাবাধা বালাই সেখানে নেই। কতকগুলো স্বভাব গঠনের প্রতি দৃষ্টি রাখা হয়। এ বয়সে কথা বলা, সমবয়সী বন্ধুদের সাথে খেলা করা, স্বাধীনভাবে মনের ভাব ও আবেগ প্রকাশ করা- এগুলো শিশুর জন্য অপরিহার্য। আমাদের দেশের পল্লী অঞ্চলগুলোতে নার্সারী ও কিন্ডারগার্টেন স্কুলের সংখ্যা নিতান্তই অপ্রতুল। তাই বাড়িতেই শিশুরা আপন গতিতে বড় হচ্ছে। তাই বাড়ির পরিবেশ সুন্দরকরণের প্রতিই আমাদের নজর দিতে হবে। বাড়িতে শিশুর সর্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয় হল মা। তাই মায়ের শিক্ষার ওপর শিশুর শিক্ষা সর্বতোভাবে নির্ভর করছে। শিশুর মনের চাহিদা মেটানোর জন্য যা দরকার নিতান্ত অশিক্ষিত হলেও শিশু পালনে অভিজ্ঞ শিশু মনোবিজ্ঞানী মা ব্যতীত অন্য কোন শিক্ষকই তা তত ভালভাবে জানেন না। শিশু সম্পর্কে মায়ের নিবিড়তম পরিচয়ধারা, তার লালনপালন ব্যবস্থা, স্নেহপ্রীতির সম্পর্ক শিশুর জীবন গঠনে যতটা সহায়ক, শত শিক্ষক দ্বারাও তা সম্ভব নয়।

বাড়িতে মা-বোনদের চারপাশেই শিশু শিক্ষার্থীর ক্রিয়া ও ক্রীড়াক্ষেত্র। তারাই তার সঙ্গী। আনন্দ উচ্ছ্বাস, দুঃখ- বেদনা প্রকাশের স্থান আর কোথাও নয়- মা-বাবা, ভাই-বোন। তাই বাড়ির মধ্যে এদের সহযোগিতায় যে শিক্ষা শুরু হয় স্কুল আর শিক্ষক তাতে সংযোজক ও সম্পূরকের কাজ করে যান মাত্র। তাইতো শিশুর জীবনের প্রাথমিক অধ্যায়টার প্রতি বাড়ির একটা বিরাট কর্তব্য রয়েছে। বাড়িই যে শিশুর প্রথম স্কুল। এ বয়সে বাড়ির আওতায় শিশুর মধ্যে যেসব ধ্যান-ধারণা, ব্যবহার, অভ্যাস, রীতিনীতি দৃঢ়বদ্ধ হয়ে যায়, স্কুল ও সমাজ জীবনে তা পরিহার করা অত্যন্ত কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়।

-চলবে

শিক্ষা ও বিজ্ঞান